টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণে বিরত থাকুন
তপন দেবনাথ

ভারতের মনিপুর রাজ্যে জন্ম নেয়া বরাক নদীই বাংলাদেশে সুরমা ও কুশিয়ারা নদী নামে পরিচিত। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলকে বুকে আগলে রেখেছে এই সুরমা ও কুশিয়ারা নদী। এক সময় কুশিয়ারা সুরমা মিলিত হয়েছে মেঘনার সাথে। মেঘনা মিলিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের সাথে। ভারত মহাসাগরের বাংলাদেশ অংশকেই আমরা বঙ্গোপসাগর বলে থাকি। বাংলাদেশে নদীগুলো যে জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে এটি তার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। বাংলাদেশের একমাত্র ফেনী নদী ছাড়া আর সবগুলো নদীই একাধিক নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। একই নদী স্থানভেদে একাধিক নাম ধারণ করেছে। বড় বড় নদীগুলোর রয়েছে একাধিক শাখা নদী। বাংলাদেশ যে নদীমাতৃক দেশ তা দেশের অসংখ্য নদীই তার প্রমাণ বহন করে। বাংলাদেশের নদীগুলো হলো বাংলাদেশের প্রাণবায়ু। নদীহীন বাংলাদেশ যেন এক শুস্ক মরুভুমি।

বাংলাদেশের নদী বিশেষজ্ঞ ও পানি বিশষজ্ঞদের অভিমত অনুযায়ী টিপাইমুখ বাঁধ নির্মিত হলে বরাক নদীর ভাটিতে সুরমা,কুশিয়ারা তথা মেঘনা নদী শুস্ক মৌসুমে জলশূন্য হয়ে যাবে এবং বর্ষায় অতিরিক্ত জল প্রবাহের কারণে এসব নদীর দু'কূলে বন্যা দেখা দিবে। সেসাথে দেখা দিবে অপ্রত্যাশিত নদী ভাঙ্গন। বরাক নদী যদি ভারত সরকার দ্বারা শাসিত হয় তাহলে সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনা নদী হয়ে পড়বে বরাক নদীর দাসানুদাস। শুস্ক মৌসুমে সিলেট অঞ্চলে জলের অভাবে চাষাবাদ ব্যাহত হবে, লবনাক্ততা দেখা দিবে, জলে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে যাবে, ভুমিকম্পের ঝুকি বাড়বে। বাংলাবেশের সিলেট আঞ্চল সবচেয়ে বেশি ভুমিকম্প ঝুকিতে রয়েছে। সে একই ব্লকে রয়েছে আসাম, মিজোরাম ও মনিপুর রাজ্য। সুনামীর মতো বিপর্যয় দেখা দেয়াও অসম্ভব নয়। নিয়মিত জোঁয়ার ভাটা না হলে নদীগুলো নাব্যতা হারাবে এবং এক সময় মরে যাবে। এর ফলে জীব বৈচিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিবে। তাছাড়া বর্ষাকালে এ বাঁধ অপ্রত্যাশিত ভাবে ভেঙ্গে গেলে সে জলের চাপ বাংলাদেশের দিকেই নেমে আসবে আর তার পরিনাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। এ নিয়ে ভারতের মনিপুর রাজ্যের অধিবাসীরাও আন্দোলনে নেমেছে।

বাংলাদেশের ৫৭টি নদীর উৎস মুখ ভারতে। (সংখ্যাটি কম-বেশি হতে পারে) প্রাকৃতিকভাবেই এ সব নদী জন্ম নিয়েছে। কোন সরকার যেমন এ নদীগুলো সৃস্টি করেনি তেমনি কোন সরকার এ নদীগুলো শাসন করে ভাটির দেশের মানুষের জীবন ও জীব বৈচিত্রকে বিপর্যস্থ করার নৈতিক অধিকার রাখে না। ভারত সরকার মাত্র ১৫০০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্তে যে টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প হাতে নিয়েছে তাতে পার্শ্ববর্তী বন্ধু প্রতীম রাস্ট্রের কোটি কোটি মানুষের জীবন-মরনের প্রশ্নটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে বাধ্য। ইতিপূর্বে নির্মিত ফারক্কা বাঁধ প্রমত্তা পদ্মা নদীকে ধূ-ধূ বালুচরে পরিনত করেছে। পদ্মা নদীতে এখন ধান চাষ হয়,হাটুর উপর লুঙ্গি তুলে লোকজন পদ্মা নদী পার হয়। রাজশাহী অঞ্চল এখন মরুভূমি হতে চলেছে। বরাক নদীতে বাঁধ বেয়া হলে যে বাংলাদেশে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বেই সে ব্যাপারে কারোই কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং ভারত সরকার তার সামান্য স্বার্থ ত্যাগ করে বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে মনোযোগী হবে বলেই আমরা আশাবাদী।

-লস এঞ্জেলেস